* শিক্ষনের সাধারন নীতি সমূহ আলোচনা কর।
(Discuss the general principles of teaching)

শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষনবিজ্ঞানের (Pedagogy) সাধারন অভিজ্ঞতা, প্রচলিত ধারা ও বিভিন্ন গবেষনা থেকে শিক্ষনের সাধারন কিছু নীতি পাওয়া যায়। সেগুলি হল —

১। উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরনের নীতি:-

একজন শিক্ষকের শিক্ষনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকা আর, প্রচণ্ড সমুদ্রে লক্ষহীন ভাবে জাহাজ চালানো সমধর্মী বিষয়। যদি একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষনকর্মকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামূলক বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের নিরিখে জানেন, সেক্ষেত্রে তিনি শিক্ষনের অর্ধেক যুদ্ধ জিতে যান। পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষনের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন প্রভৃতি দিকগুলি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

২। পরিকল্পনার নীতি:-

যে কোন কাজের সাফল্য নির্ভর করে পূর্ব পরিকল্পনার গুনগত মানের উপর। শিক্ষন কাজেরও কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সহজে ও কার্যকরীভাবে অর্জন করা যেতে পারে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে। একজন শিক্ষক পাঠ-উপস্থাপনের পূর্বে লিখিত পরিকল্পনার (Lessom Plan) আকারে পাঠের প্রস্তুতি ও যাবতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

৩। সক্রিয় শিক্ষন সুনিশ্চিতকরনের নীতি:-

শিক্ষনে সক্রিয়তা যত বাড়বে শিক্ষার্থী শিখনে ততই আগ্রহ পাবে। শিখনতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ ও শিখনের মাত্রা পরস্পর

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

সম্পর্কিত বিষয়। সক্রিয় শিখন সুনিশ্চিত করতে হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন, যা শিখেছে বা জেনেছে সেগুলিকে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে বলবেন, যা শিক্ষার্থীর চিন্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

৪। শিক্ষার্থীর শিখন উন্নত করার নীতি :-

~~[illegible]~~

শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরের শিখনে যাতে উন্নতি করতে পারে তার জন্য শিক্ষক ফিডব্যাক প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে কয়েকটি ভূমিকা পালন করতে হবে -

(a) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা।
(b) শিক্ষার্থী কোথায় ভুল করছে তা জানানো।
(c) কীভাবে আরো উন্নত শিখন হবে তা ব্যাখ্যা করা।

৫। শিখনের বিষয় স্পষ্ট করণের নীতি :-

শিখনের ধারণা ও শিখনের মান শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করা প্রয়োজন, এর দ্বারা শিক্ষার্থী জানতে পারবে কতটা শিখন তার কাছে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই নীতির প্রয়োগে শিক্ষার্থী যেমন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন করবে তেমনই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় নির্ণয় করতে পারবে। এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক —

(a) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করবেন।
(b) শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন।
(c) অপ্রয়োজনীয় তথ্য, বিষয় ও শব্দ বর্জন করবেন।

৬। শিক্ষণকে অর্থবহ করণের নীতি :-

শিক্ষণকে যদি বাস্তব জীবন উপযোগী করা না যায় তবে শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

তা মেলাতে পারবে না। সহজে শিখন গ্রহণে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন—

(a) উদাহরণ সহযোগে বিষয় উপস্থাপন করবেন।

(b) শিক্ষার্থীর চারপাশের ঘটনাবলীর সঙ্গে বিষয়কে যুক্ত করবেন।

(c) শিক্ষণ কার্যের শেষে সমস্ত বিষয় একবার সংক্ষেপে উপস্থাপন করবেন।

৭। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতি স্বীকার :—

'শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে অল্প সময়ে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি নজর দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবুও শিক্ষক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতিকে স্বীকার করে, শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব গতিতে কাজ করতে দেবার সুযোগ দেবেন। এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তার নিজের মতো করে শিখতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষণে অগ্রগতি সৃষ্টির নীতি :—

শিক্ষণের অগ্রগতি নির্ভর করে শিখনের অগ্রগতির উপর, সর্বনিম্ন কতটা শিখন হলো শিক্ষণে অগ্রগতি হয়েছে কিনা বুঝে তা শিক্ষার্থীকে জানানো। এর জন্য প্রয়োজন গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative evaluation)-এর ব্যবহার করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাময়ক প্রয়োগ করা।

৯। শিক্ষার্থীর যত্ন নেওয়া :—

শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ ঘটানো তাই শিক্ষণের নীতির অন্যতম বিষয় হলো শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া। এজন্য শিক্ষক—

(a) বিভিন্ন সমস্যায় শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন।

(b) শিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ভাবনাচিন্তা জানার চেষ্টা করবেন।

(c) শিক্ষার্থীকে অনুধাবন করবেন ও তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—o—

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

* শিক্ষণের মূলনীতি বা কার্যকরী নীতি কী ?
(What is Maxims of teaching)

শিক্ষণের কিছু সাধারণ নীতি ছাড়াও ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসাবে অভিজ্ঞতালব্ধ কতকগুলি নীতিকে শিক্ষণ কার্যে অনুসরণ করা হয় ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষণে যে নীতিগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলিকে শিক্ষণের মূলনীতি বা কার্যকরী নীতি (Maxims of Teaching) বলা হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণের কতকগুলি নীতির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে এই নীতিগুলির সফল প্রয়োগ এবং শিক্ষকের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হল শিক্ষণের মূলনীতিসমূহ। এই নীতিসমূহই একজন শিক্ষণকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যথার্থ উপদেশ স্বরূপ।

* শিক্ষণের মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(Discuss the Maxims of Teaching)

শিক্ষণের মূলনীতিগুলি উদাহরণ সহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

১। শিশুর প্রকৃতিকে অনুসরণ (Follow the nature of child):
আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষায় শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিকাশের দিকগুলি বিবেচনা করে তার জন্য যোগ্য বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষণকে পরিচালিত করতে হবে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, তার চাহিদা, আগ্রহ, মনযোগ প্রভৃতি এবং শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসরণ করাই হল এই নীতির তাৎপর্য।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

২। মনোবৈজ্ঞানীক ধারা থেকে যুক্তিভিত্তিক ধারা (From Psychological to logical):-

শিক্ষণ হবে মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর, বিষয়বস্তুকে যুক্তিভিত্তিক ক্রমে উপস্থাপন করা যাবে না। শিশুর বিকাশের প্রথম পর্যায়ে বিষয়বস্তুকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ক্রম অনুযায়ী উপস্থাপন না করে যুক্তিভিত্তিক ক্রমে উপস্থাপন করলে তা শিশুর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

যেমন- ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বর্ণ পরিচয় দিয়ে শুরু করি, পরে শব্দ ও বাক্য উপস্থাপন করি - এটি শিক্ষণের যুক্তিভিত্তিক ক্রম। কিন্তু শিশুর বিকাশের স্বাভাবিক ধারায় শিশু প্রথম কথা বলার মাধ্যমে বাক্যের প্রকাশ ঘটায়, অর্থাৎ ভাষা শিক্ষণের মনোবৈজ্ঞানীক ক্রমে প্রথম বাক্য শেখে পরে শব্দ ও বর্ণের পরিচিতি হয়। এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে মনোবৈজ্ঞানীক ক্রম অনুসরণ করে পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিক ক্রম অনুসরণ করা উচিত এবং তা করলে শিশুর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়।

৩। সমগ্র থেকে অংশ (From whole to part):-

আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানে সামগ্রিক শিখন আংশিক শিখনের চেয়ে বেশী কার্যকর। সেকারণে সমগ্র বিষয়বস্তুর প্রথমে উপস্থাপনের পর ধীরে ধীরে অংশের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

যেমন- একটি কবিতা উপস্থাপনের সময় সমগ্র কবিতাটি একযোগে উপস্থাপন করে ক্রমে কবিতার অংশগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ফলে শিক্ষার্থী কবিতাটির সামগ্রিক তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারবে।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

৪। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ (From analysis to synthesis):-

বিশ্লেষণ হল বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া, আর সংশ্লেষণ হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া। এই নীতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে হবে, পরবর্তী পর্যায়ে ওই ক্ষুদ্র অংশগুলির সমন্বয়সাধন করতে হবে।

যেমন - ব্যাকরণ পাঠের ক্ষেত্রে একাধিক উদাহরণকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সাধারণ সূত্র গঠন শেখাতে হবে।

৫। বিশেষ থেকে সাধারণ (Particular to General):-

শিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ (generalisation) বা সূত্র গঠনের জন্য প্রথমে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাকে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরতে হয় এবং ওই বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমে সাধারণ সূত্র গঠিত হয়।

যেমন - ব্যাকরণের সূত্র গঠন, সংজ্ঞা গঠন বা বিজ্ঞানের সূত্র গঠনের সময় এই নীতি অনুসরণ করা উচিত।

৬। জানা থেকে অজানা (From Known to unknown):-

শিক্ষণের এই নীতিতে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে। জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপস্থাপন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার জানা অভিজ্ঞতা সবসময় পূর্বপাঠের ভিত্তিতে হবে তা নয়, শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতাও পূর্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষণকার্য পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের জানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ক্রমশ অজানা অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

যেমন - নতুন যে কোনো অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের সময়, শিক্ষার্থী সেই বিষয়ে অতীতের শ্রেণীগুলিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বা সম্পূর্ণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলিকে আগে উপস্থাপন করে নতুন অজানা অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

৭। মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From concrete to abstract):

অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা থাকে না। সেক্ষেত্রে বিমূর্ত জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে হলে মূর্ত বস্তুর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে বিষয়টি শিশুর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching aids)-এর ব্যবহার গুরুত্ব লাভ করেছে।

যেমন - গণিতের সংখ্যা, সংকেত, আকার-আকৃতি (ঘনক, শঙ্কু, কোণ ইত্যাদি) প্রভৃতি শিশুর কাছে বিমূর্ত, এগুলির শিশুর কাছে কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু বিভিন্ন ছবি, মডেল বা প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে এগুলিকে শিশুর কাছে মূর্ত করা সম্ভব। সুতরাং মূর্ত বস্তুর সাহায্যে বিমূর্ত বস্তুর ধারণা বা অভিজ্ঞতা প্রদান এই নীতির তাৎপর্য।

৮। সরল থেকে জটিল (From Simple to Complex):-

শিক্ষাদানে সর্বদা সহজ সরল অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে জটিল অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই জন্য শিক্ষাদানের প্রথম স্তরে বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। ক্রমকাঠিন্য অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে উপস্থাপন না করলে শিক্ষার্থী প্রথমেই জটিল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে অকৃতকার্য হতে পারে এবং তার খারাপ প্রভাব সমগ্র পাঠেই পড়তে পারে।

যেমন - আলোক সংশ্লেষ পাঠের সময় বিষয়বস্তুকে আলোক সংশ্লেষের সাধারণ ধারণা, উপাদান, উপাদানের উৎস, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, রাসায়নিক সমীকরণ ও তার ব্যাখ্যা তাৎপর্য এইভাবে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থী যথাযথ ধারণা গঠন করতে পারে।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

৯। পর্যবেক্ষণলব্ধ থেকে যুক্তিনির্ভর (From empetical to rational):—

পর্যবেক্ষণই শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার প্রাথমিক ভিত্তি। বিভিন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা থাকলেও তার পেছনে যুক্তি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তাই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে পরীক্ষণের মাধ্যমে তাকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেকারণে শিক্ষক প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের উপর গুরুত্ব দেবেন এবং শিক্ষণের পরবর্তীস্তরে সেই সকল তথ্যকে পরীক্ষণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করবেন।

যেমন:- শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বীজ থেকে চারাগাছ বের হতে দেখেছে, সেই পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার উপস্থাপন করে পরবর্তীতে পরীক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে বীজের অঙ্কুরোদ্গম পদ্ধতি ও তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের বিবরণ দেবেন।

১০/ অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট (From indefinite to definite):

শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের বহু অভিজ্ঞতা থাকে কিন্তু সেই সকল অভিজ্ঞতা খুবই অনিয়মিত ও অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে। শিক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো ওই সব বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে লক্ষ্যাভিমুখী করা। শিক্ষণের এই নীতি মনোবিদ্যা ও দর্শনের মৌলিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

যেমন: বজ্রপাতের সময় আলোর ঝলকানি ও শব্দের অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। আলোর গতিবেগ ও শব্দের গতিবেগের বিবরণ দ্বারা বজ্রপাতের সময় আলোর ঝলকানি আগে দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায় এই নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা দেওয়া যেতে পারে।